রা.বিতে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ১০

রা.বি প্রতিনিধি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের একটি সিটের দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের বিবাদমান দুই গ্রুপের মধ্যে গত বুধবার রাতে ব্যাপক সংঘর্ষ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। এ সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার পর থেকে ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। বৃহস্পতিবার দুই গ্রুপের নেতাকর্মীরাই ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়েছে। এই সংঘর্ষের ঘটনায় সানোয়ার হোসেন মাসুম বাদী হয়ে ২০ জনকে আসামি করে বৃহস্পতিবার মতিহার থানায় একটি মামলা (নং-১৪) দায়ের করেছেন।

হল সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার দুপুরে ছাত্রদল নেতা মানিককে সভাপতি শিমুলের এক কর্মী সিট ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। সে সিট ছাড়বে না বলে জানালে শিমুলের কর্মী ইমাম হোসেন কয়েকজন সহযোগী নিয়ে তাকে মারধর করে হল থেকে বের করে দেয়।

একইদিন রাত সাড়ে ৮টায় উজ্জ্বল গ্রুপের নেতা মানিক কয়েকজন সহযোগী নিয়ে তার সিটে উঠতে গেলে উভয় গ্রুপের মধ্যে প্রথমে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। পরে তা ব্যাপক সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের নেতাকর্মীরা বেশ কয়েকটি ককটেল চার্জ করে। হলের সাধারণ ছাত্ররা বলেছেন, সে সময় চার-পাঁচ রাউন্ড ফাঁকা গুলিও ছোড়া হয়েছে। এই সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে অন্য সবাইকে রা.বি মেডিকেল সেন্টার থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলেও ইমাম হোসেনকে গুরুতর অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ডাক্তার জানিয়েছেন, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এ ব্যাপারে ছাত্রদল রা.বি শাখার সভাপতি আহমেদ মুইদ শিমুল বলেন, কমিটিতে আসতে না পেরে উজ্জ্বল দলের মধ্যে এসব সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করেছে। অপরদিকে উজ্জ্বল গ্রুপের নেতাকর্মীরা বলেছে, তাদের হল তথা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করার জন্য শিমুল গ্রুপ এই ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। প্রথমে সে উজ্জ্বল গ্রুপের নেতাকর্মীদের সিট দখল করছে।

এ ঘটনায় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিখন বলেন, দলের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। তবে ঘটনার জন্য তিনি কাউকে দায়ী করেননি